অনুবাদে উর্দু রত্নরাজি

ফায়েজ আহমেদ

সৈকত মিত্র

সূচিপত্র

উর্দু গযল পড়ার আগে (ভনিতা)
১৫

নির্বাচিত গযলসমূহ
১৯

চয়িত দ্বিপদীমালা
৭১

গালিবের কাব্যে মৃত্যুচেতনা :
এক সংক্ষিপ্ত মেহফিল-এ-জ্ঞানবিতরণ (প্রবন্ধ)
১৬৩

কৈ ফি য় ত ১

জগজিৎ সিং-এর কণ্ঠে শোনা গযলের হাত ধরে এ ঘরানার সঙ্গে প্রথম পরিচয়, সে বছর-কুড়ি আগের কথা, তখন মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক। তারপর এল ইউটিউব, আর ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন মেহদি হাসান থেকে বেগম আখতার, গুলাম আলি থেকে হুসেন ভাইরা। কিন্তু সে তো সুর। গানের অনেক কথাই যে বুঝে ওঠা যায় না। অতঃপর উর্দু শেখার ইচ্ছে। প্রেম আর বিরহ, বিরহ আর প্রেম নিয়ে যে হাজারে হাজারে কবিতা লেখা যায়, আর পড়তে এতটুকু ক্লান্তি লাগে না— এ জিনিস বিশ্বাস হতে চায় না। অথচ উর্দু কবিতার দীর্ঘ তিনশো বছরের ইতিহাসে তেমনটাই হয়েছে। উর্দুর আগে গযল লেখা হত ফারসিতে, সে ভাষা এখন আর কেউ বলে না। উর্দুও সেভাবে কথ্যভাষা নয় আর, শুধু লিখে রাখা পংক্তিরাজিতে সে অমর হয়ে রয়ে গেছে।

কিছু ওয়েবসাইট, ব্লগ, অভিধান, উইকি— এইসব ঘেঁটে ঘেঁটে অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করেছি, করে চলেছি এখনও। তবে এতসব করেও কতকটা উদ্ধার করা যায়নি। উর্দু কবিতা মরীচিকাসম, সবাইকে সে ধরা দেয় না। আঁখ নমাযি হলেই তিনি এসে আশীর্বাদ করেন না, যোগ্য হতে হয়। আমরা দুই মক্কেল উড়ে এসে জুড়ে বসা বাঙালি, কস্মিনকালেও কারও মাতৃভাষা উর্দু নয়, যোগ্যতা লাভ করব কীভাবে? তবে বাংলায় গালিব আর কিছু মীর তকি মীর ছাড়া তেমন কবিতা-অনুবাদের কাজ বিরল। এ বইয়ের উদ্দেশ্য সেই স্থানপূরণ নয়। আমরা দুজন শেষ তিন-চার বছর ধরে উর্দু কবিতা নিয়ে আড্ডা দিয়েছি তুমুল। রাতবিরেতে টেক্সট করে জানতে চেয়েছি অর্থ। রফি সাহেবের নন-ফিল্মি গযল শেয়ার করেছি পরস্পরকে। সে আড্ডায় গালিব আর মীর ছাড়াও ঘুরেফিরে এসেছেন

কৈ ফি য় ত ২

সব ভালো জিনিস নষ্ট হয়ে যায় দ্রুত কেন বলুন তো? নাহলে আর কী কারণ থাকতে পারে উর্দুর মতো মিঠেতম ভাষা আজ ভারত থেকে প্রায় বিলুপ্তির পথে? সামান্য একটা দীওয়ান-এ-গালিব, উর্দুতে কিনতে গেলে গলদঘর্ম হয়ে যেতে হয়। অথচ এই আশির দশক পর্যন্ত হিন্দি ফিলিমের টাইটেল পর্যন্ত উর্দুতে লেখা হত। কোথায় গেল সেসব দিন? না কেউ বোঝে, না কেউ পড়ে, না কেউ লেখে, না কেউ বলে— যেন অভিশপ্ত এ ভাষার নাম ট্যাবু শব্দ কোনও।

অথচ, তখন হাফপ্যান্ট পরার বয়স, এক অক্ষর উর্দু বুঝি না, তবু দাদুর সঙ্গে বসে বসে ডিডি মেট্রোতে দেখি মীর্যা গালিব। কানে আর হৃদয়ে কোনও অজানা ভাষা যে ঝংকার তুলতে পারে, সে আমার তখনও অজানা ছিল, এখনও অজানাই আছে। বিশ্বেস না হলে তমিল বা গ্রিক (ধরে নিলুম দুটো ভাষাই আপনার অজানা) আবৃত্তি শুনে দেখুন। এই হল উর্দু ম্যাজিক।

বাংলার সঙ্গেই উর্দুর যোগাযোগ কম কোথায়? উর্দু তার ভোকাবুলারি পেয়েছে ফারসি থেকে আর সংস্কৃত বাদে সব থেকে বেশি বাংলা শব্দ ওই ফারসি থেকেই এসেছে। অনেকে বলেন, ফোর্ট উইলিয়মে বসে ইংরেজ পণ্ডিতেরা মাতব্বরি না করলে, আজ হয়তো আরও বেশি ফারসি শব্দ আমাদের বাংলায় থাকত। উলটে-যাওয়া দুধের ঘটির দিকে চেয়ে কেঁদে আর কী করব! যেটুকু পারি, ঝড়ের মুখে একটি প্রদীপও যদি জ্বেলে রাখতে পারি, তা-ই বা কম কী? সেই প্রচেষ্টা থেকেই এই বই।

ফেসবুকে লিখতে গিয়ে চমকে গিয়েছিলুম। কত বন্ধু এসে বলতেন, জানেন/জানো/জানিস, উর্দু ভীষণ ভালো লাগে। উর্দু শেখার বড় ইচ্ছে। প্লিজ

ফকিরানা আয়েঁ সদা কর চলে— মীর তকি মীর

ফকিরানা আয়েঁ সদা কর চলে
কি মিয়াঁ খুশ রহো হাম দুয়া কর চলে

'ফকিরানা' অর্থাৎ ফকিরের ন্যায়; ভিখারির মতো বারবার ডেকে যাচ্ছি, কিন্তু সে নিরুত্তর। হতাশ, শ্রান্ত, ধ্বস্ত হয়ে ফিরে চলেছি আমি। 'মিয়াঁ খুশ রহো' ফ্রেজটা অনবদ্যভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এখানে। যদি সে প্রত্যাখ্যান সোচ্চার হত, তাকে 'ভালো থেকো' বলে সরে যাওয়ার সুযোগ থাকত। কিন্তু সে দরজা খোলেনি, দেখা দেয়নি। তাই নিজেকেই নিজে বলা, প্রার্থনা করা, যে এর পরেও যেন খুশি থাকা যায়। আবার এ স্বর সম্পূর্ণ বিপরীতও হতে পারে, হতে পারে নিজের উপর বক্রোক্তি। সে যদি শেষবারের জন্যও একবার সামনে এসে না দাঁড়ায়, খুশি কি থাকা যায়? বরং মনে হয়, এ দুঃখের আর অন্ত নেই, হাসিটুকু লেখা আছে চিরবিদায়ের ক্ষণে, যা এবার আসন্ন। দ্বিতীয় শেরে সে-কথা স্পষ্ট করেছেন মীর।

জব তুঝ বিন না জীনে কো কহতে থে হাম
সো ইস এহদ কো অব ওয়ফা কর চলে

'এহদ' অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা; কোনওদিন বলেছিলাম, তোমায় ছাড়া এ জীবন অর্থহীন। বন্ধ দরজা, ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসা চিৎকার আর প্রত্যাখ্যানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই শপথকেই সত্যি করে নিলাম আমি। 'বফা' অর্থাৎ বিশ্বাস, পূর্বপ্রতিশ্রুতির উপর আমার বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণ করে আমি ফিরে চললাম, মৃত্যুপথযাত্রী।

শিফা আপনি তকদির হি মেঁ না থি
কি মকদুর তক তো দওয়া কর চলে

'শিফা' অর্থাৎ নিরাময়, 'মকদুর' অর্থাৎ 'শেষ শক্তি'; অসুখ আমার সর্বাঙ্গ

ছেয়ে ফেলেছে, মুক্তির আশা আর করি না। তবু সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেছিলাম ভালো হয়ে ওঠার, কিন্তু যার ভাগ্যেই আরোগ্য লেখা নেই, সে কি সুস্থ হতে পারে? মানুষ শেষ পর্যন্ত ভাগ্যের দাস, তার হাতে নিজেকে সমর্পণ করে আমি শুরু করলাম পথ হাঁটা। জানি না কোথায় সে নিয়ে যাবে আমায়, আদৌ কোনও গন্তব্য সামনে আছে কি না।

পড়ে এয়সে আসবাব পায়ান-এ-কর
কি নাচার ইউঁ হি জি জলা কর চলে

'পায়ান-এ-কর' অর্থাৎ অবশেষ; অসহায় এক ভাগ্যহত মানুষ, যাকে বঞ্চনা করেছে প্রেম, যার অসুখ থেকে সেরে ওঠার আশা হয়েছে ক্ষীণ, তার আর কী হবে পড়ে থাকা পার্থিব সামগ্রী নিয়ে? হৃদয়ের সম্পদে যে ধনী, অথচ তার মূল্য দেয়নি কেউ, তার কাছে এসব তো অর্থহীনই। তাই অবশিষ্ট যা-কিছু আছে ফেলে রেখে, হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়ে নিয়ে আমি বিদায় নিলাম। সে-ও পুড়ে ছাই হয়ে যাক। মীরের আর একটি শের মনে পড়ে আমাদের— *'আগ থে ইবতিদা-এ-ইশক মেঁ হাম/ অব যো হ্যায় খাক ইন্তেহাঁ হ্যায় ইয়ে'*— প্রেমের শুরুতে আমি প্রজ্বলিত অগ্নি ছিলাম, আর শেষে শুধু ছাই পড়ে আছে। দুঃখের আগুনে শুদ্ধির কথা গালিবও বলেছেন— *'জলা হ্যায় জিসম জহাঁ, দিল ভি জল গয়া হোগা/ কুরেদতে হো অব যো রাখ, জুস্তজু কয়া হ্যায়'*— দেহের সঙ্গে তো মনও পুড়ে ছাই হয়ে যায়, এখনও তুমি ভস্মশেষে কীসের সন্ধান করে চলেছ?

উও কয়া চীয হ্যায় কি আহ জিস কে লিয়ে
কি হর ইক চীয সে দিল উঠা কর চলে

এমন কিছু কী আছে যার জন্য অতৃপ্ত বাসনা মাথা খুঁড়ে মরে? নিশ্চয়ই সে প্রেম, যাকে পেলে সব-হারানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকা যায়। আর না পেলে? বাকি যা আছে, সব কিছু থেকে উঠে যায় মন। আমারও তো সেই হাল হল। মীর এখানে প্রত্যক্ষভাবে 'প্রেম' শব্দটা লিখছেন না, 'উও কয়া চিয হ্যায়' থেকে আমাদের বুঝে নিতে হয়।

কোই না-উম্মিদানা করতে নিগাহ
সো তুম হামসে মুঁহ ভি ছুপা কর চলে

'না-উম্মিদানা' অর্থাৎ প্রত্যাশাবিহীন; এত কিছুর পর যে চোখ তুলে আমায় দেখবে, তোমার দৃষ্টিনির্ঝরে সিক্ত হয়ে দাঁড়াব, সে প্রত্যাশা আমার ছিল না। কিন্তু তুমি আমার থেকে আত্মগোপন করে যাবে, আমি ভাবতে পারিনি। 'হে বন্ধু, বিদায়' বলে চলে যাচ্ছি চিরতরে, কিন্তু তোমায় শেষবার দু-চোখ ভরে

ابتدا

বহত সহী গম এ গেতী— মীর্যা গালিব

গালিব বসে আছেন বারাণসীর ঘাটে। কলকাতা আসার পথে দেখা করতে গেছেন লখনউ'র নবাবের সঙ্গে, যদি কিছু কবি-ভাতা জোটে, কারণ তদ্দিনে ইংরেজ শেষ মুঘল সম্রাটকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে, তার আগে তাকে বসিয়ে তার চোখের সামনে তার পরিবারের উনত্রিশ জনকে হত্যা করেছে, তাদের লাশ প্রকাশ্যে টাঙিয়েছে। অপরাধ, তারা ইংরেজ তাড়াতে চেয়েছিল, স্বাধীনতা চেয়েছিল, কিন্তু আসলি উদ্দেশ্য যাতে মোগল সাম্রাজ্যের ওয়ারিশ, হকদার বলে আর কেউ না-থাকে। সেসব অনেক কথা। গালিব তার আগে সামান্য কিছু পেতেন মোগল সম্রাটের কাছ থেকে, সেটিও বন্ধ হয়েছে। তখন লখনউ-র নবাবের পৌষ মাস। বিলাস ব্যসনে রাজা থেকে প্রজা সবাই এমন ডুবে যে সে ইতিহাস এক ঘৃণ্য ইতিহাস, সেসবও আজকের দিনে থাক। গালিবকে লোকে বুদ্ধি দিয়েছে, লখনউ-র নবাবের কাছে গিয়ে দ্যাখো, যদি কবি-ভাতা পাওয়া যায়। নাহলে ওই পথ বেয়েই সিধে চলে যেয়ো কলকেতা, সেখানে কোম্পানি বাহাদুরকে খানিক বলে দেখো। সেই যাত্রার মাঝেই বারাণসী। সেখানে যদ্দিন ছিলেন, ওই গঙ্গার ঘাটে যেয়ে বসতেন গালিব।

সেখানে বসে বসে রচনা করছেন অসংখ্য কবিতা। তারই মধ্যে এইটে, যেখানে আবারও সনাতন ইসলামের সীমারেখা পার করে তিনি উচ্চারণ করছেন—

বহত সহী গম-এ-গেতী, শরাব কম কয়া হ্যায়
গুলাম-এ-সাকী-এ-কওসর হুঁ মুঝকো গম কয়া হ্যায়

টুইস্টটি বুঝুন। প্রথম লাইন শুনে তোবা তোবা করে ওঠা মৌলবী মুসুল্লিগণ কোথা মুখ লুকোবে বুঝতে পারছে না। অনুবাদ করি?

'গেতী' মানে জীবন, 'কওসর' হচ্ছে স্বর্গীয় মদিরা, ইংরিজিতে এরে কয় mana। অর্থাৎ,

জীবনে দুঃখ হাজার আছে, কিন্তু মদিরাও বা কম কোথায়!
স্বর্গীয় মদিরা পেলায় যে, আমি তার দাস, আমার আর দুঃখ কোথায়

স্বর্গীয় মদিরা দান করবেন ঈশ্বর, এর উল্লেখে সব ধর্মগ্রন্থ সমান, অর্থাৎ কিনা আপনি ইহজীবনে কী মানেন তার উপর ভিত্তি করে ওপারে যেয়ে সোমরস, মানা, কওসর কিছু একটা পাবেন। এবারে, কে বলবে যে এই শেরটি ধর্মদ্রোহী! কারণ শরাবের কথা বলা হলেও, আদতে বলা হয়েছে কওসর-এর কথা।

তুমহারি তর্জ ও রভিশ জানতে হ্যাঁয় হম কয়া হ্যায়
রকিব পর হ্যায় অগর লুৎফ তো সীতম কয়া হ্যায়

তর্জ ও রভিশ এর অক্ষরে অক্ষরে বাংলা অর্থ হচ্ছে, স্বভাবচরিত্তির। অর্থাৎ,

তোমার স্বভাব চরিত্র, সে যে কী, আমি ভালোই জানি
শত্রুকে মোর দয়া দেখাও, এ অত্যাচারই বা কম কোথায়

সুখন মে খামা এ গালিব কি আতিশ আফশানী
ইয়কীন হ্যায় হমকো ভি লেকিন অব উসমে দম কয়া হ্যায়

কবিতায় গালিবের কলম হতেই পারে অগ্নিবর্ষ
বিশ্বাস আছে কিন্তু সে বিশ্বাসে আর ভরসা কোথায়!

আতিশ আফশানী– যা আগুন ঝরায়, আতিশ মানে আগুন বা স্ফুলিঙ্গ।

কটে তো শব কহেঁ কাটে তো সাঁপ কহলাওয়ে
কোয়ী বতাও কি উয়ো জুলফ-এ-খম-বা-খম কয়া হ্যায়

শব অর্থাৎ রাত্রি, জুলফ-এ-খম-বা-খম অর্থ কোঁকড়ানো চুল। কেশ প্রসাধন নিয়ে উর্দু সাহিত্যের ফ্যাসিনেশন নিয়ে তো আগেই বলেছি। গালিব এখানে জাস্ট প্রেমিক। বলছেন,

কেটে যায় যেন সে রাত্রির মতো, দংশালে মনে হয় ভুজঙ্গ কোন
কেউ বলো এমন কোঁকড়ানো অলোকরাজির উপমা কোথায়

লিখা করে কোয়ী আহকাম-এ-তালা-এ-মওলুদ
কিসে খবর হ্যায় কি ওয়াঁ জুম্বিশ-এ-কলম কয়া হ্যায়

কে জানে কে বসে বসে বানায় ঠিকুজি-কুষ্ঠী
কে জানে সে কলমের এখন মঞ্জিল কোথায়

আহকাম-এ-তালা-এ-মওলুদ এর অর্থ আমাকেও ডিক্‌শনারি খুলে দেখতে হল। আহকাম আর মওলুদ জানতুম, তালা যে চাবি-তালা নয়, সেটি আন্দাজ করতে পারলেও, কোন্ তালা সেটি জানা ছিল না। আহকাম হল হুকুম-এর বহুবচন, প্লুরল। উর্দু/ফারসির এই প্লুরল হওয়ার নিয়ম বেশ বিদঘুটে। সে আপনি মনের আনন্দে শব্দের পিছনে '-এঁ' লাগাতেই পারেন। কিন্তু আদতে সেটি নয়। আশিক-এর প্লুরল আশিকেঁ নয়, খত (চিঠি)-এর বহুবচন খতেঁ নয়। আশিক—উশশাক, খত—খুতুত, এই হল আসলি উর্দুর নিয়ম। তেমনি হল গিয়ে হুকুম—আহকাম, নির্দেশাবলী। ওই ফ্রেয-এর একজ্যাক্ট অর্থ শুভ নক্ষত্রের নির্দেশাবলী। সেটিকেই আমরা ঠিকুজি-কোষ্ঠী বলি, তাই সেটিই লিখলুম। গালিব বলছেন, দেখা যাক, সে কলম আমার ভাগ্যে এখন কী লিখছে, তার নির্দেশ কোন্ দিকের।

না হশর-ও-নশর কা কায়েল না কেশ-ও-মিল্লত কা
খুদা কে ওয়াস্তে এয়সে কি ফির কসম কয়া হ্যায়

এ ভারী কঠিন শের গো দাদারা-দিদিরা। জানি না এ মালটি সিধে-সরল করে আপনাদের কেমনে বোঝাই। হশর-ও-নশর মানে হইহট্টগোল; সমবেত প্রতিবাদ, সামাজিক রেট্রিব্যুশন বোঝায় এখানে। কেশ মানে চালু প্রথা। মিল্লত মানে সমাজ বা দেশ বা জাতি। ও হ্যাঁ, কায়েল অর্থ রাজি। মানে, এগ্রি করা নয়।

অর্থাৎ,

না পাঁচজনের প্রতিবাদ, না প্রথা, না সমাজচ্যুত হওয়ার ভয়
খুদা নিয়েই এই হাল আমার তো প্রতিজ্ঞা ভাঙার ভয় কোথায়

বুঝলেন? না বুঝলে আরও বার দুয়েক পড়ুন। এর থেকে বেশি তরল ও সরল এই শেরটি অন্তত আমি করতে পারব না।

উয়ো দাদ-ও-দীদ গরান-মায়া শর্ত হ্যায় হমদম
ওয়গরনা মেহর-এ-সুলায়মান-ও-জাম-এ-জম কয়া হ্যায়

'দাদ' অর্থাৎ প্রশংসা, 'দীদ' অর্থ দর্শন। 'গরান-মায়া' মানে মূল্যবান হলেও, এক্ষেত্রে একসঙ্গে, গরান-মায়া শর্ত অর্থ হল কমপলস্রি কন্ডিশন বা শর্ত। সুলায়মান নবী, যাকে ইংরিজিতে সলোমন বলে আমরা জানি, তিনি ছিলেন, পুরো মার্ভেল সুপরহিরো। কারণ তিনি প্রত্যেক পশুপাখির সঙ্গে কথা বলতে